তিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে তিন ক্যাম্পাসে চলছে পাল্টাপাল্টি মহড়া

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : রোববার, ৩১ মার্চ ২০২৪

কোচিং ‘বাণিজ্য’ ও গভর্ণিং বডির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে কয়েকটি পক্ষ্যের আধিপত্য বিস্তারের লড়াই চলছে। স্কুলের তিন ক্যাম্পাসে চলছে মহড়া ও পাল্টা মহড়া। ভর্তি ও কোচিং বাণিজ্যের স্বার্থে শিক্ষকদের একটি বড় অংশই দলাদলিতে জড়িয়ে পরছেন বলে অভিভাবকরা জানিয়েছেন।

আগামী ১৯ এপ্রিল ‘আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির নির্বাচন-২০২৪’ হওয়ার কথা রয়েছে। এ নির্বাচনকে ঘিরে নানা বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিভাবকদের একটি পক্ষ্য নির্বাচন স্থগিদের দাবি জানিয়েছেন। অপর পক্ষ্যটি যথাসময়ে নির্বাচনের পক্ষ্যে।

কোচিং কার্যক্রমে বিতর্ক:

নতুন শিক্ষাক্রমে কোচিং বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। স্কুলভিত্তিক কোচিং কার্যক্রম বন্ধের কথাও বলা হচ্ছে শিক্ষা প্রশাসন থেকে। যদিও একটি কোচিং সেন্টারের (সেইফ কোচিং) মালিক গভর্ণিং

বডির নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। তিনি এর আগেও প্রতিষ্ঠানটির গভর্ণিং বডির সদস্য ছিলেন। এ বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানতে চাইলে সেইফ কোচিং সেন্টারের মালিক শাহদাৎ হোসেন ঢালী বলেন, কোচিং সেন্টারের মালিক হয়ে গভর্ণিং বডির নির্বাচনে অংশ নিতে আইনী কোনো বাধাঁ নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এই ধরণের কোন শর্ত আরোপ করেনি।

এরপরও এই বিতর্ক এড়াতে ‘সেইফ কোচিং’ সেন্টারের মালিকানা তার স্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেছেন বলে দাবি করেন শাহাদাৎ ঢালী।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার সংবাদকে বলেন, ‘কে কোচিং পরিচালনা করছে, কী ব্যবসা করছে সেটি আমাদের দেখার বিষয় নয়। আমাদের দেখার বিষয় সে প্রকৃত অভিভাবক কী না।’

তবে কেউ যদি কোচিং সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগপত্র দেয় তখন তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান বোর্ড চেয়ারম্যান।

একাধিক শিক্ষক জানিয়েছেন, তিন বছর আগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আইডিয়াল স্কুলের তিনটি শাখার ১৮৬ জন কোচিংবাজ শিক্ষকের

তালিকা করেছিল। এর মধ্যে কয়েকজনকে বিভিন্ন সময়ে দুদকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। ওইসব শিক্ষক গভর্ণিং বডির নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে।

নির্বাচন নিয়েও বিতর্ক:

অন্যদিকে সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাওয়া প্রতিষ্ঠানটির সমাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের সহকারী শিক্ষক মাকসুদা আক্তারকে ফরম কিনতে না দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, মাকসুদা আক্তার সাময়িক বরখাস্ত আছে। এ কারণে তাকে ফরম দেওয়া হয়নি। যদিও উচ্চ আদালতের নির্দেশনায় এক মাসের মধ্যে সাময়িক বরখাস্তের বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে মাকসুদা আক্তার বলেন, ভোটার তালিকায় নাম থাকার পরও তাকে সদস্য পদের মনোনয়ন ফর দেওয়া হয়নি। সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলেননি অধ্যক্ষ।

তিনি হাইকোর্টের রায়ের বিষয়টি উল্লেখ করে ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ও ‘গভর্নিং বডির নির্বাচন-২০১৪’ কমিশনের

প্রিজাডিং অফিসারের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন। এর পরও তাকে ফেরম দেওয়া হয়নি বলে মাকসুদা আক্তারের অভিযোগ।

এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির আজীবন দাতা সদস্য কাজী তৌহিদুজ্জামান ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে অভিযোগ করেছেন, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির নির্বাচন-২০২৪’ এর দাতা ভোটার তালিকা হাল নাগাদের জন্য আবেদনকারী ৯৮ জন আজীবন দাতা সদস্যকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তদন্ত কমিটি গত ১৩ মার্চ অধ্যক্ষকে তদন্তের বিষয়ে জানানোর পরও তিনি নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার জন্য ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ভোটার তালিকা পাঠান।

এর পর গত ২০ মার্চ তদন্ত কমিটি সরেজমিন তদন্তের জন্য স্কুলে উপস্থিত থেকে অধ্যক্ষ ও তিন জন সহকারী প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য নিয়েছেন। ৯৮ জন দাতা সদস্যকে বাদ দেওয়ার কারণ হিসেবে যদি কোনও তথ্য উপাত্ত থাকে তাহলে সেগুলো নিয়ে অধ্যক্ষকে গত ২৫ মার্চ শিক্ষা বোর্ডে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়। এর আগেই গত ১৯ মার্চ তড়িঘড়ি করে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়।

আইডিয়াল স্কুল অভিভাক ঐক্য ফেরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা না মেনে ‘শাখা ক্যাম্পাস’ আলাদা না করে তপসিল ঘোষণা করা হয়েছে। সে কারণে তিনি তপসিল স্থগিত করে নতুন করে আলাদা ভোটার তালিকা তৈরি করে নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন।

স্থায়ী অধ্যক্ষ না থাকায় বারবার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পরিবর্তন:

গত এক বছরে অন্তত তিনজন অধ্যক্ষ পরিবর্তন হয়েছে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে। স্থায়ী অধ্যক্ষ না থাকায় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে বলে বলে অভিভাবকদের দাবি।

প্রতিষ্ঠানটির গভর্ণিং বডির সাবেক সদস্য গোলাম আশরাফ তালুকদার গত ২৮ মার্চ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘স্থায়ী অধ্যক্ষ না থাকায় ঘন ঘন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পরিবর্তন করায় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রাশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা থাকায় মৌলবাদ শক্তি জেকে বসেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে।’

তিনি আরো বলেন, ‘আসন্ন গভর্ণিং বডি গঠনের প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য জয় পরাজয়ের হিসাব নিকাশে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের উপর চলছে নিয়ম এবং আইন বহির্ভূত নিপীড়ন, ভেঙ্গে পড়েছে প্রশাসনিক ব্যবস্থা, চলছে বিভক্তি, বিভাজন ও আঞ্চলিকভাবে বিষবাষ্পের লেলিহাল।’

আশরাফ তালুকদার প্রতিষ্ঠানটি রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বলেন, ‘ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আসন্ন প্রায়।’

গভর্ণিং বডির নির্বাচনসহ সার্বিক বিষয়ে জানতে প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এমাম হোসেনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি তা ধরেননি।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক শাহেদুল খবির চৌধুরী সংবাদকে বলেন, তারা আইডিয়াল স্কুলের গভর্ণিং বডির নির্বাচনসহ সার্বিক বিষয়ে নজর রাখছেন। কোচিং কার্যক্রম ও গভর্ণিং বডির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেউ

বিশৃঙ্খলা বা সরকারি বিরোধী তৎপরতা চালালে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে।